ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
*দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন*

# বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদনের ওপর কিছু প্রশ্ন ও উত্তর

**প্রশ্ন-১: গবেষণা পদ্ধতি এবং তথ্যের উৎস কি?**

এটি মূলত একটি গুণগত গবেষণা। তবে গবেষণার প্রয়োজনে প্রাথমিক ও পরোক্ষ উৎস থেকে পরিমাণগত তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। তথ্য সংগ্রহের কৌশলের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো, মুখ্য তথ্যদাতার সাক্ষাৎকার, দলীয় আলোচনা, পর্যবেক্ষণ ও প্রবন্ধ/প্রতিবেদন পর্যালোচনা। এছাড়া সব ধরনের অংশীজনের সমন্বয়ে পরামর্শ সভা করা হয়েছে। প্রাথমিক তথ্যের উৎস হলো নির্বাচিত বিশ্ববিদ্যালয়ের তথ্য সংগ্রহ, বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় সংশ্লিষ্ট অংশীজনের সাথে নিবিড় সাক্ষাৎকার, বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের সাথে দলীয় আলোচনা। পরোক্ষ তথ্যের উৎস হলো সংশ্লিষ্ট আইন ও বিধি, প্রাসঙ্গিক গবেষণা প্রতিবেদন, সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের বার্ষিক প্রতিবেদন, জাতীয় শিক্ষানীতি, ৬ষ্ঠ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা, জাতীয় টেকসই উন্নয়ন কৌশলপত্র প্রতিবেদন, নাগরিক সনদ, সংবাদ-মাধ্যম ও ওয়েবসাইটে প্রকাশিত সংবাদ ও প্রবন্ধ। প্রাপ্ত তথ্য একাধিক সূত্র থেকে ট্রায়াঙ্গুলেশন পদ্ধতির মাধ্যমে যাচাই করা হয়। তথ্য সমূহের আভ্যন্তরীণ সংগতি এবং একাধিক সূত্র থেকে প্রাপ্ত তথ্যের সামঞ্জস্যতা নিশ্চিত হবার পর তথ্য গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হয়েছে।

**প্রশ্ন-২: গবেষণার উদ্দেশ্য ও পরিধি কি?**

এ গবেষণার প্রধান উদ্দেশ্য ছিলো বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ে সুশাসনের সমস্যাসমূহ চিহ্নিত করা এবং তা থেকে উত্তরণের জন্য সুপারিশ প্রদান করা। গবেষণায় বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কিত আইন, বিদেশী বিশ্ববিদ্যালয় শাখা পরিচালনা বিধিমালা পর্যালোচনা করা হয়েছে। বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনায় সুশাসনের নির্দেশক হিসেবে স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা, আইনের শাসন, অংশগ্রহণ ইত্যাদি পর্যালোচনা করে অনিয়ম ও দুর্নীতির ধরণ ও মাত্রা নিরূপণ করা হয়েছে এবং অংশীজন হিসেবে শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম পর্যালোচনা করা হয়েছে।

**প্রশ্ন-৩: গবেষণার তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে মন্ত্রণালয় ও ইউজিসি থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছিল কি?**

হ্যাঁ। মন্ত্রণালয় ও ইউজিসি থেকে প্রাথমিক ও পরোক্ষ উভয় রকম তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছিল। এই দুই তদারকি প্রতিষ্ঠান থেকে বিভিন্ন ধরণের তথ্য সংগ্রহের পদ্ধতি ও উপকরণ ব্যবহার করে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে।

**প্রশ্ন-৪: এই গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্য সব বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে সমানভাবে প্রযোজ্য কি না?**

না। এই গবেষণায় প্রাপ্ত সকল তথ্য সব বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় ও অংশীজন এবং সব কর্মকর্তা-কর্মচারীর ক্ষেত্রে সমানভাবে প্রযোজ্য হবে না, তবে এটি বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় ও অংশীজনে বিদ্যমান বিভিন্ন অনিয়ম ও দুর্নীতির ধরন সম্পর্কে একটি ধারণা দিতে সক্ষম। এক্ষেত্রে একটি বিষয় মনে রাখতে হবে, কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়াশুনার মান যথেষ্ট ভাল হলেও, সে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনিক দিক থেকে সুশাসিত নাও হতে পারে। তাই পড়াশুনার মান ভাল হওয়ার সাথে বিদ্যমান অনিয়ম ও দুর্নীতির বিপরীত কোন অবস্থান নেই।

**প্রশ্ন-৫: এই গবেষণায় প্রাপ্ত বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কে প্রাপ্ত উল্লেখযোগ্য ইতিবাচক অর্জন কি?**

এই গবেষণায় প্রাপ্ত ফলাফলে উচ্চ শিক্ষা খাতে বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের অনেক ইতিবাচক অর্জন লক্ষ করা যায়:

- বিগত ২২ বছরে ক্রমাগত সম্প্রসারণের মাধ্যমে বর্তমানে এর মোট ছাত্র-ছাত্রী সংখ্যা সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর মোট ছাত্র-ছাত্রী সংখ্যা থেকেও অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে
- ব্যয়সাপেক্ষ হলেও কিছু বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় মানসম্মত সরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের বিকল্প হিসেবে ছাত্র-ছাত্রী এবং তাদের অভিভাবকদের পছন্দের তালিকায় স্থান করে নিতে পেরেছে
- বিদেশগামীতার বিকল্প হিসেবে ভূমিকা রাখছে এবং বৈদেশিক মুদ্রা সাশ্রয় হচ্ছে
- বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকরা বিদেশে বৃত্তি নিয়ে পড়তে যাচ্ছেন, বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতার কাজ করছেন, এবং অন্যান্য প্রতিযোগিতামূলক চাকুরী বাজারে প্রবেশ করছেন
- অব্যাহত শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে -বিশেষতঃ যারা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির আগেই কর্মজীবনে প্রবেশ করেছেন তাদের জন্যে

- বিদেশী ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি (বর্তমানে ৩৪টি দেশের ১৬৪২ শিক্ষার্থী অধ্যয়নরত)
- শুধুমাত্র নারীদের জন্যে বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন
- শিক্ষার্থীদের জন্যে পরিবহন সুবিধা, নারীদের জন্যে পৃথকআবাসিক সুবিধা
- শিক্ষক যোগ্যতা যাচাইয়ের অংশ হিসেবে "ডেমোনেস্ট্রেশন লেকচার"/বিষয়ভিত্তিক উপস্থাপনা
- শিক্ষা-শিখণে আধুনিক উপকরণ ও ধারার ব্যবহার - মাল্টিমিডিয়া /ওভারহেড প্রজেক্টর, ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়মিত এসাইনমেন্ট প্রদান, প্রজেক্ট /ফিল্ড ওয়ার্ক, প্রেজেন্টেশন ইত্যাদি
- শিক্ষক মূল্যায়ন ও প্রয়োজনীয় ফিডব্যাক প্রদান
- চাকুরীর বাজারে চাহিদার সাথে সঙ্গতি রেখে নতুন নতুন বিভাগ/কোর্স চালু -বায়োটেকনোলজি ও জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং, বায়োইনফরম্যাটিক্স
- চাকুরীর ২ বছর অতিক্রান্ত হলে শিক্ষকদের জন্যে 'শিক্ষা ছুটির' সুযোগ
- দরিদ্র মেধাবী/মুক্তিযোদ্ধা পরিবারের জন্যে বাধ্যতামূলক বৃত্তির বাইরেও ছাত্র-ছাত্রীদের জন্যে বিভিন্ন ধরণের বৃত্তির সুযোগ সৃষ্টি
- বোর্ড অফ ট্রাষ্টির ইতিবাচক উদ্যোগ ও ভূমিকার মাধ্যমে মানসম্মত বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে ইমেজ সৃষ্টি

**প্রশ্ন-৬: এই গবেষণায় প্রাপ্ত সরকারের উল্লেখযোগ্য ইতিবাচক পদক্ষেপ কি?**

এই গবেষণায় প্রাপ্ত ফলাফলে বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য সরকার/ মন্ত্রণালয়ের ইতিবাচক পদক্ষেপগুলো নিম্নরূপ:

- আইনি সংস্কার (বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় আইন ২০১০ প্রণয়ন)
- অননুমোদিত প্রোগ্রাম/ কোর্সে শিক্ষার্থী ভর্তি বন্ধ করার নির্দেশ
- সকল আউটার ক্যাম্পাস বন্ধ করার নির্দেশ (ইতিমধ্যে ৪০টি উচ্ছেদ)
- দীর্ঘসূত্রীতা নিরসনে সব মামলা একই বেঞ্চে আনার উদ্যোগ
- বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে সেপ্টেম্বর ২০১৫ এর মধ্যে স্থায়ী ক্যাম্পাসে যাওয়ার জন্য সময় বেঁধে দেয়া

**প্রশ্ন-৭: এই গবেষণায় প্রাপ্ত সরকারের উল্লেখযোগ্য উদ্যোগহীনতা/নেতিবাচক পদক্ষেপগুলো কি কি?**

সরকার/ মন্ত্রণালয় কর্তৃক গৃহীত কিছু উদ্যোগহীনতা/নেতিবাচক পদক্ষেপের মধ্যে রয়েছে যেমন-

- বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় নিয়ে সুষ্ঠু ও দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনার অভাব
- বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনার জন্যে প্রয়োজনীয় বিধিমালা তৈরি না করা
- বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পেলেও মন্ত্রণালয় ও ইউজিসির জন্যে প্রয়োজনীয় অর্থ ও জনবল বৃদ্ধি না করা
- পৃথক একটি কমিশন গঠন বা সিদ্ধান্ত গ্রহণে ইউজিসিকে অধিকতর ক্ষমতায়িত না করা
- ২০১০ এর আইনে একটি জাতীয়, স্বতন্ত্র ও স্বাধীন এ্যাক্রিডিটেশন কাউন্সিল গঠন করার কথা বলা হলেও ৪ বছরেও গঠন সম্পন্ন না করা
- বিদেশী বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানের শাখা ক্যম্পাস বা স্টাডি সেন্টার পরিচালনা বিধিমালা, ২০১৪ এর মাধ্যমে বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়গুলো অসম প্রতিযোগীতার সম্মুখীন করা

**প্রশ্ন-৮: এই গবেষণায় প্রাপ্ত বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কে উল্লেখযোগ্য নেতিবাচক ফলাফল কি কি?**

এই গবেষণায় প্রাপ্ত ফলাফলে বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের অনেক নেতিবাচক দিক লক্ষ করা যায়:

- স্থায়ী সনদ না নেয়া, নিজস্ব জমিতে ক্যাম্পাস প্রতিষ্ঠা না করা এবং অবৈধ আউটার ক্যাম্পাস পরিচালনা
- ট্রাস্টি বোর্ড নিয়ে দ্বন্দ্ব- একাধিক বোর্ড গঠন, বোর্ডের প্রতিনিধিত্ব দাবি। ট্রাস্টি বোর্ডে শিক্ষার সাথে সংশ্লিষ্ট নন এমন ব্যক্তিত্ব ও পরিবারের সদস্যদের প্রাধান্য
- দীর্ঘদিন অস্থায়ী/ভারপ্রাপ্ত ভিসি, প্রভিসি, ট্রেজারার দ্বারা বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনা- ৭৯টির মধ্যে ভিসি ৫২টিতে, ১৮টিতে প্রভিসি, ৩০টিতে ট্রেজারার আছে
- বিশ্ববিদ্যালয়ের মান উন্নত দেখানোর জন্য অবৈধভাবে বিভিন্ন শিক্ষকের নাম ব্যবহার এবং ক্ষেত্র বিশেষে শিক্ষকদের না জানিয়ে তাদের সিভি ব্যবহার
- ব্যস্ত রাস্তা, গার্মেন্টস, বাণিজ্যিক ভবন ও অপরিসর রাস্তার পাশে বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনা
- ক্লাস না করিয়ে, পরীক্ষা না নিয়ে ও ব্যবহারিক ক্লাস না নিয়ে টাকার বিনিময়ে সার্টিফিকেট প্রদান
- ভর্তির সময়ে উল্লেখিত টিউশন ফি'র চেয়ে অধিক আদায়, পরবর্তীতে শিক্ষার্থীকে অবহিত না করে ফি বৃদ্ধি করা
- ইউজিসিকে না জানিয়ে তহবিলের টাকা ট্রাস্টি কর্তৃক ব্যক্তিগত কাজে ব্যবহার- অন্য ব্যবসায় খাটানো

- ইউজিসির অনুমোদন ছাড়া কোর্স কারিকুলাম পড়ানো, বিভাগ খোলা ও শিক্ষার্থী ভর্তি এবং অর্থ লেনদেনের মাধ্যমে অনুমোদন
- সদস্যদের মধ্যে সমঝোতার মাধ্যমে নিজস্ব ব্যবসা পরিচালনার ক্ষেত্র হিসেবে বিশ্ববিদ্যালয়কে ব্যবহার। ব্যবসায়িক কাজে বিশ্ববিদ্যালয়ের গাড়ী ও জনবল ব্যবহার
- আর্থিক ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে একই ফার্ম দ্বারা নিরীক্ষা করানো ও সঠিক চিত্র প্রতিফলন না করা, সমঝোতার মাধ্যমে অনিয়ম ও দুর্নীতি
- অনিয়ম ও দুর্নীতিপূর্ণ সিদ্ধান্ত সহজে বাস্তবায়ন -ভিসি, প্রো-ভিসি, ট্রেজারার, এবং সিন্ডিকেট ও গুরুত্বপূর্ণ কমিটির মনোনীত সদস্য ইত্যাদি পছন্দনীয় ব্যক্তিদের মাধ্যমে
- সামাজিক-রাজনৈতিক প্রভাব সৃষ্টির মাধ্যমে অনিয়ম-দুর্নীতি অব্যাহত রাখা

**প্রশ্ন-৯: টিআইবি কর্তৃক প্রকাশিত প্রতিবেদন কি সকলের জন্য উন্মুক্ত?**

টিআইবি কর্তৃক প্রকাশিত গবেষণা প্রতিবেদন সকলের জন্য উন্মুক্ত। সংবাদ সম্মেলনের মাধ্যমে প্রকাশের দিনে মূল প্রতিবেদনসহ এর সার সংক্ষেপ টিআইবি'র ওয়েবসাইটে (www.ti-bangladesh.org) প্রকাশ করা হয়। এছাড়া যে কেউ ই-মেইলে (info@ti-bangladesh.org) বা সরাসরি টিআইবি অফিস থেকে প্রতিবেদনটি সংগ্রহ করতে পারেন।

**প্রশ্ন-১০: সুপারিশগুলো কি কি?**

১. বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় আইনের পূর্ণ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে পূর্নাঙ্গ বিধিমালা প্রণয়ন করতে হবে।

২. অবিলম্বে এ্যাক্রিডিটেশন কাউন্সিল গঠন চূড়ান্তকরণের মাধ্যমে বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের গুণগত মান উন্নয়নে সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে।

৩. বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় আইন ২০১০ সংশোধনপূর্বক বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনায় বোর্ড অব ট্রাস্টির একক ক্ষমতার সুযোগ নিয়ন্ত্রণ করতে হবে।

৪. শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের জনবল ও সক্ষমতা বৃদ্ধি করতে হবে এবং ইউজিসি কর্তৃক প্রদত্ত সুপারিশসমূহের দ্রুত বাস্তবায়ন নিশ্চিতকরণে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে একটি উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন কমিটি গঠন করতে হবে যে কমিটি সুপারিশসমূহ বাস্তবায়নের বিষয়টি নিয়মিত রিভিউ এবং নিশ্চিত করবেন।

৫. নিজস্ব নীতিমালা প্রণয়ন করে ইউজিসির জনবল ও আর্থিক সক্ষমতা বৃদ্ধি করতে হবে। ইউজিসির এখতিয়ার বৃদ্ধির মাধ্যমে নিয়ম লঙ্ঘনে দ্রুত শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে।

৬. বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় অনুমোদনসহ বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনার সকল ক্ষেত্রে অনিয়ম, দুর্নীতি ও রাজনৈতিক প্রভাব দূর করতে হবে। অনিয়ম ও দুর্নীতিতে জড়িত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে ।

৭. সব ধরনের আউটার ক্যাম্পাসগুলির কার্যক্রম অবিলম্বে বন্ধ করতে হবে এবং সরকার কর্তৃক বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় আইনি প্রক্রিয়াকে দ্রুতগতি সম্পন্ন করতে হবে।

৮. বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে সার্টিফিকেট বাণিজ্য বন্ধ করণে বিশেষ উদ্যোগ নিতে হবে এবং প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয়ে চূড়ান্ত সনদ প্রদানের পূর্বে বহিঃস্থ বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষককে সম্পৃক্ত করতে হবে।

৯. বিশ্ববিদ্যালয়গুলির সকল প্রকার আর্থিক কার্যক্রমে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে হবে ।

১০. ভিসি, প্রো-ভিসি এবং অন্যান্য পদে নিয়োগের প্রক্রিয়া সহজ এবং দ্রুতগতিসম্পন্ন করতে হবে।

১১. অডিট প্রতিবেদনসহ বিশ্ববিদ্যালয় সংক্রান্ত সকল ধরনের তথ্য উন্মুক্ত ও প্রবেশযোগ্য করতে হবে এবং প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয়ে একজন তথ্যকর্মকর্তার নিয়োগ বাধ্যতামূলক করতে হবে।

১২. খন্ডকালীন নিয়োগ নিয়ন্ত্রণ করে আইনানুযায়ী পূর্ণকালীন শিক্ষক নিয়োগ নিশ্চিত করতে হবে এবং খন্ডকালীন শিক্ষকের ন্যুনতম যোগ্যতাসমূহ নির্ধারণ করে দিতে হবে।

১৩. সাধারণ তহবিল হতে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা সংক্রান্ত উন্নয়নে বিনিয়োগ নিশ্চিত করতে হবে। সাধারণ তহবিল ব্যবহারের পূর্ণাঙ্গ বিবরণ ইউজিসিতে নিয়মিত প্রেরণ বাধ্যতামূলক করতে হবে।

১৪. বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের বেতন ও অন্যান্য সুবিধাদি এবং ছাত্রবেতন ও অন্যান্য ফি সংক্রান্ত সুনির্দিষ্ট নীতিমালা প্রণয়ন করতে হবে। প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয়ে একক বেতন ও ফি কাঠামো বাস্তবায়ন নিশ্চিত করতে হবে।

১৫. বিদেশী বিশ্ববিদ্যালয়ের শাখা ক্যাম্পাস স্থাপনের জন্যে একই ধরণের শর্তাবলি যুক্ত করতে হবে এবং কেবলমাত্র উচ্চ রেটিংসম্পন্ন বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকেই অনুমতি প্রদান করতে হবে । প্রয়োজন অনুযায়ী ইউজিসির লোকবল, আইনি এখতিয়ার ও আর্থিক সক্ষমতা বৃদ্ধি করতে হবে।

১৬. বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ে সুশাসন প্রতিষ্ঠায় সকল প্রকার অংশীজনের যেমন নাগরিক সমাজ, মিডিয়া, অভিভাবক, ইত্যাদির অংশগ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি করতে হবে।

**প্রশ্ন-১১: এই গবেষণায় প্রাপ্ত ফলাফল বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের ওপর কোনোরূপ নেতিবাচক প্রভাব ফেলবে কি?**

এই গবেষণায় উদ্দেশ্য হচ্ছে বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের সুশাসন প্রতিষ্ঠায় সহায়ক ভূমিকা রাখা। যদি সরকার উপরের সুপারিশগুলোকে আমলে এনে প্রয়োজনীয় আইনি ও প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কারের উদ্যোগ গ্রহণ করেন তাহলে বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ তথা সার্বিক উচ্চ শিক্ষা খাতের মান উন্নয়ন ঘটবে। এই গবেষণায় কোন সুনির্দিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কে তথ্য প্রদান করা হয়নি সুতরাং এ গবেষণার তথ্য একক কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা ব্যক্তির ওপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলবে না।

**প্রশ্ন-১২। এই গবেষণা বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের কোনোভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করবে কিনা?**

এই গবেষণা বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের কোনোভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করবে না কারণ শিক্ষার গুণগত মান ও শিক্ষার পরিবেশ উন্নীতকরণসহ সুশাসনগত বিষয়াবলী উন্নয়নে সহায়তার লক্ষেই এ গবেষণাটি করা হয়েছে। সুস্পষ্টভাবে বলা হয়েছে, এ গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্য নির্বাচিত সকল বিশ্ববিদ্যালয় বা শিক্ষার্থীর জন্য প্রযোজ্য নয়। গবেষণায় বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর সীমাবদ্ধতা ও অনিয়ম উল্লেখ করা হলেও কিছু বিশ্ববিদ্যালয় মানসম্মত সরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের বিকল্প হিসেবে ছাত্র-ছাত্রী এবং তাদের অভিভাবকদের পছন্দের তালিকায় স্থান করে নিতে পেরেছে সে বিষয়টিও স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে। বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের পাশ করা স্নাতকরা বিদেশে বৃত্তি নিয়ে পড়তে যাচ্ছেন, বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতার কাজ করছেন এবং প্রতিযোগীতামূলক চাকুরী বাজারে সফলতার সাথে প্রবেশ করছেন বলে গবেষণায় উল্লেখ করা হয়েছে।